NEHRU
BAL PUSTAKALAYA
সবচেয়ে
সেরা গাছ
রাধা এম. খাম্বাদকোণে

নেহরু বাল পুস্তকালয়

সবচেয়ে সেরা গাছ

রাধা এম. খাম্মাদকোণে

ছবি
ডীন গেস্পার

অনুবাদ
সম্পদভূষণ চক্রবর্তী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লি

গ্রীষ্মকালের এক তপ্ত দিন। বনে তখন দারুণ উত্তেজনা। পাতায় পাতায় সে কি মাতামাতি, ফিসফিসানি! তারা কি বলছে শোনার জন্য খরখর শব্দ করে ডালগুলো নুয়ে পড়েছে। অধৈর্য হয়ে ছোট ছোট ডালগুলো খুটখাট আওয়াজ তুলছে। —ব্যাপারটা কি?

ভারতের বড় বড় বনের মধ্যে একটি এই বন। যখন সমস্ত গাছ দুলতে থাকে আর পাতাদের মর্মরধ্বনি শুরু হয়, তখন মনে হয় যেন ঝড় এলো বুঝি! কিসের জন্য এত শোরগোল?

একটা প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে, 'গ্রীষ্মকালীন গাছেদের প্রতিযোগিতা' তার নাম। যে গাছ প্রমাণ করতে পারবে যে সূর্যকে সে সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছে সে পাবে পুরস্কার। ছোট বড় সব গাছই তো সূর্যকে ভালবাসে, কিন্তু তা প্রমাণ করবে কি ভাবে?
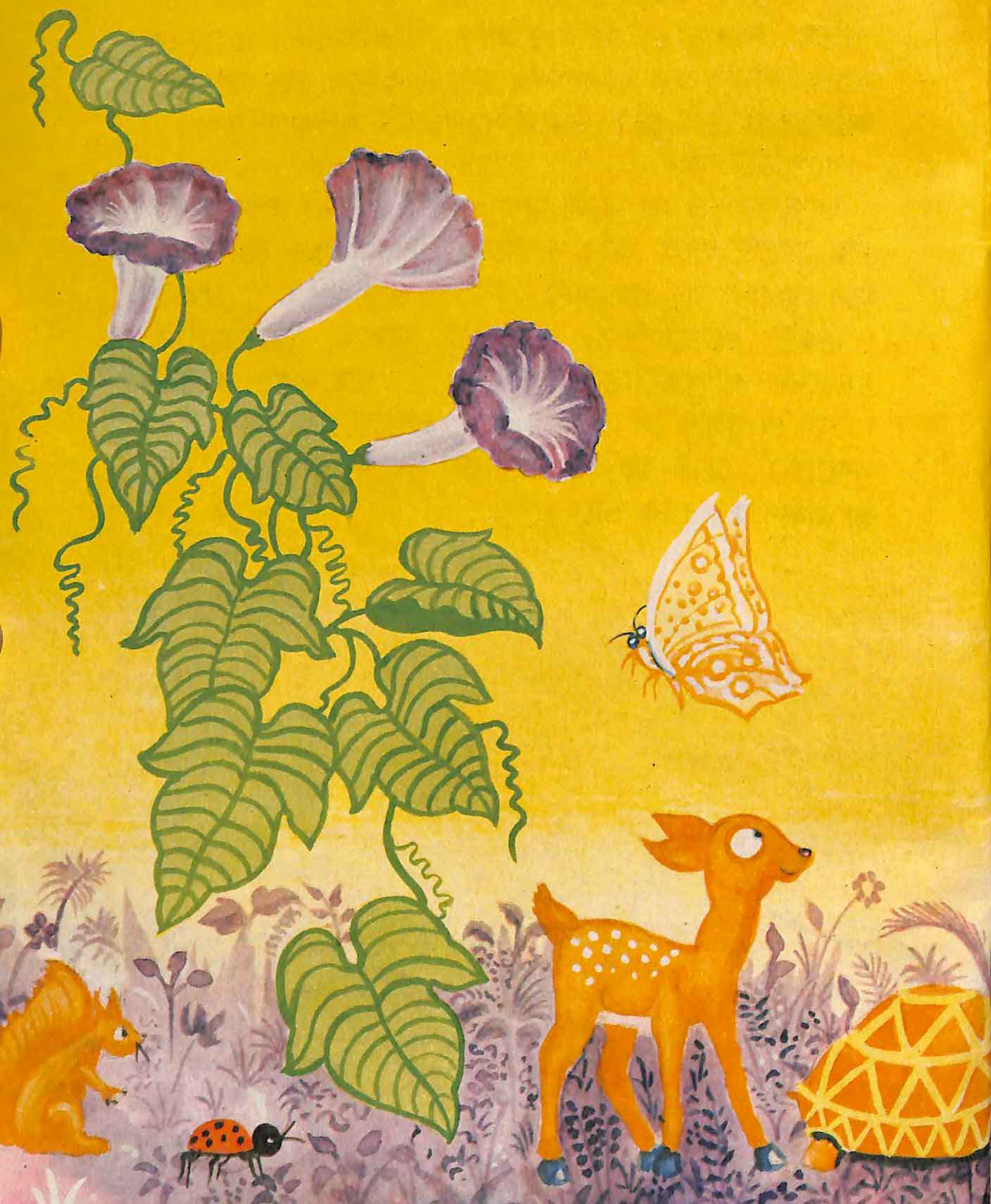
ঝুমকোলতা তার বেগুনি রঙের শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে হাঁক দেয়ঃ "এসো! সবাই এসো! গ্রীষ্মকালীন গাছেদের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে এসো। সূর্যকে তোমরা কত ভালবাস দেখিয়ে দাও! জিতে নাও একটা সুন্দর পুরস্কার।"

প্রতিযোগিতা শুরু হল। সূর্যদেব একটা সিংহাসনে এসে বসলেন। বনের সাথীরা সবাই পথের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াল। সবার মধ্যে সে কি গুঞ্জন!

প্রথমে এল রাগতুরা, আগুনে লাল রঙের ঝর্ণা-গাছ। টুকটুকে লাল চটক নিয়ে সে হাজির হল।

মাথা নুইয়ে সে বলল : "সূর্যদেব, আমি তোমায় সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। তোমার শীতের ছুটির পর আমিই প্রথম পাপড়ি মেলি। তোমার সেই ফিরে আসাকে আমার শিঙ্গার মত ফুলগুলি অভিবাদন জানায়। আমার নাম রাগতুরা। কিন্তু লোকে প্রায়ই বলে আমি লাল ঝর্ণা-গাছ। কারণ শত শত লাল আর কমলা রং ফোটে আমার ডালে ডালে। তখন আমায় দেখায় ঠিক লাল রঙের এক ঝর্ণার মতো।"

সবাই হাততালি দিয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করল। রাগতুরা ফিরে গেল।
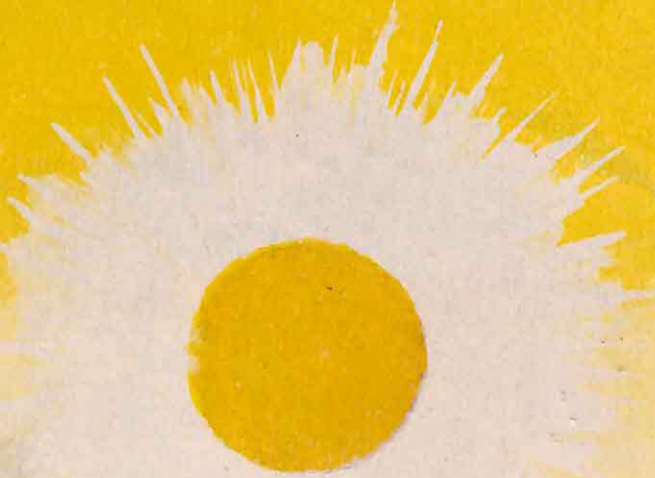
তারপর এল অরণ্যের আগুন—পলাশ। সে সোজা হেঁটে এলো এবং মাথা নোয়ালো।

পলাশ বলল ঃ "সূর্যদেব, আমিই তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। আমার ফুলগুলো তোমার ভালবাসায় প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই ফুলের মুকুট তোমায় আমি পরাতে এসেছি।"—এই বলে পলাশ তার লাল-কমলা রঙের ফুলে ভরা ডালগুলি সূর্যের দিকে মেলে ধরল।

অন্য গাছ ও ফুলেরা খুসীতে ফেটে পড়ল। পলাশের হাতে জ্বলজ্বলে আগুনে ফুলের মুকুট, ঝলমল করছে সূর্যের আলোয়।

তারপর এল শিমূল। রেশম ও তুলার যমজ। একজন হলুদ আর একজন লাল জামা পরে। তারা এসে অভিবাদন করল।

বলল, 'হে সূর্যদেব, আমাদের গায়ে তোমার প্রিয় রং। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে আমাদের সোনালী আর লাল দেখায়। আমাদের মধু এত মিষ্টি এক চুমুক মধু খাওয়ার জন্য

পাখিদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আমাদের নরম রেশমী তুলো দেশের কোণে কোণে সবার বালিশ ভর্তি করে।'

কী খুশীতেই না বনের সবাই হাততালি দিয়ে উঠল!

এরপর এলো দীর্ঘ ও সুন্দর নীল গুলমোহর। তার হাঁটার তালে তালে নীল ও জামরঙা ফুলের জামা চিকমিক করে ওঠে, নরম ঠাণ্ডা সে রং।

"আমি তোমার পিছনে দাঁড়াতে এসেছি, সূর্যদেব," সে বলল,"তুমি সারাদিন যে আকাশ দিয়ে ভেসে বেড়াও, আমি সেই আকাশের মত নীল।" সকলে প্রশংসা করল তার। সে বসল তার আসনে।

তারপর কাঠচাঁপার পালা। মন্দির-বৃক্ষ সে। তার মিষ্টি গন্ধে সারা পথ ভরে গেল।

"হে প্রভু সূর্যদেব, প্রতিদিন শুধু তোমার জন্যই আমি নিজেকে সাজাই।" চাঁপা বলে চলে, "ভোরবেলা তোমায় আমি গোলাপী আর সাদা ফুলের গালিচা বিছিয়ে স্বাগত জানাই।"

প্রত্যেকেই মাথা নাড়ে। ভোরবেলা চাঁপাতলায় ফুলের গালিচা পাতা থাকে। সূর্যকে ভালবাসা জানাবার কি সুন্দর উপায়।

এরপর কে? প্রতি মুহূর্তে প্রতিযোগিতার উত্তেজনা বেড়েই চলল।

সুন্দর সাজে এগিয়ে এল মান্দার, প্রবাল-গাছ সে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। তার উজ্জ্বল প্রবালের মত লাল ফুলগুলো পাখায় ভর করে উড়ে চলা পাখির মত দেখাচ্ছে। সে কিছুই বলল না—শুধু চোখে শ্রদ্ধা নিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অভিবাদন জানিয়ে ফিরে গেল।

আরে আরে পথ ছাড়ো। অমলতাস আসছে। দেখা যাক্ সে কি বলে।

অমলতাস মাথা নীচু করে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

"সূর্যদেব, লোকে আমায় সোনালী বৃষ্টি বলে ডাকে। আমি তোমার হৃদয়ের গভীরতা দেখেছি, দেখেছি তোমার সোনালী

হৃদয়। আর তাই আমি সোনালী পাপড়ির বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ি।"

সবাই অনেকক্ষণ ধরে খুব হাততালি দিল। অমলতাস কি এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নয়? তার একটি পাতাও দেখা যায় না। শুধু দেখো, থোকা থোকা সোনালী হলুদ ফুল।

এবার নিমের পালা। সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। কেউ কি কখনো নিমফুল দেখেছো? ছোট্ট ছোট্ট সাদা ফুল পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। বলতে গেলে তাদের দেখাই যায় না। সূর্যকে অভিবাদন করে সে যখন দাঁড়াল সবাই অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, গর্ব করার মত নিমের আছেটা কী?

নিম বলতে থাকে, "হে সূর্যদেব, তোমার উত্তাপে সাদা হৃদয়ের মতই আমার শীতল সাদা ফুল। তোমার আলো যেমন স্বাস্থ্যদায়ী, আমার ফুল ও ফলও তেমনি নীরোগ করে। আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি সূর্যদেব, চেষ্টা করি তোমার কাজে সাহায্য করতে।"
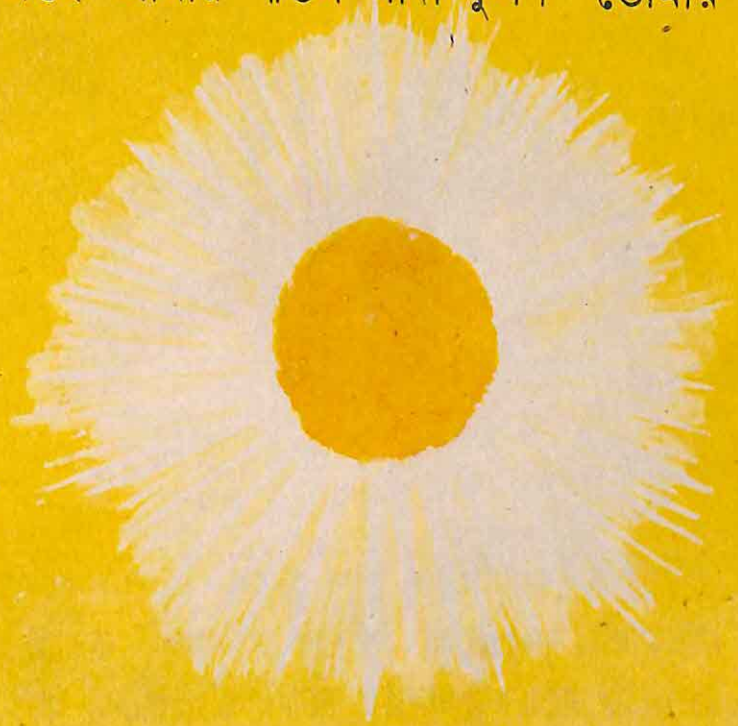
নিম মাথা নীচু করে দাঁড়াল, তার পাতাগুলো কেঁপে উঠল। ভালবাসার এমন অসাধারণ প্রকাশে সবাই খুসীতে হাততালি দিল। জান, নিমগাছের পাতা, ফল এমন কি গাছের ছাল পর্যন্ত ওষুধ তৈরী করতে দরকার হয়?

এরপর এল কপার পড। তার পূর্বপুরুষরা ভারতে এসেছিল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে।

সূর্যকে অভিবাদন করে সে বলল : "আমিও সোনালী। তোমার মতই সোনালী। তুমি যখন উষ্ণ হয়ে ওঠ আমার ফুলগুলি ঝলমলিয়ে ওঠে।"

সবাই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ঘন সবুজ পাতার গায়ে সোনালী ফুলগুলো সত্যিই ঝলমল করছে। মাঝে মধ্যে তামাটে রঙের খোলায় ঢাকা শুঁটিগুলো ঝুলছে। কি সুন্দর দেখতে লাগছে। কোন সিদ্ধান্তে আসাটাই মুশকিল হয়ে উঠছে।

এরপর কে ? যখন সকলে দেখল ক্যাসিয়া আসছে হাঁ করে সবাই তাকিয়ে থাকল। ওফ্! কী সুন্দর লাগছে তাকে।

"হে সূর্যদেব, আমি তোমাকে সবচেয়ে ভালবাসি। তোমার জন্যই আমি বিয়ের কনের সাজে সেজেছি।

সবাই কানাকানি করতে লাগল।তার গোলাপী আর সাদা গয়নার প্রশংসা করতে লাগল সবাই। ক্যাসিয়া সুন্দর ভঙ্গীমায় ফিরে যেতেই খুসীতে শোরগোল উঠল।
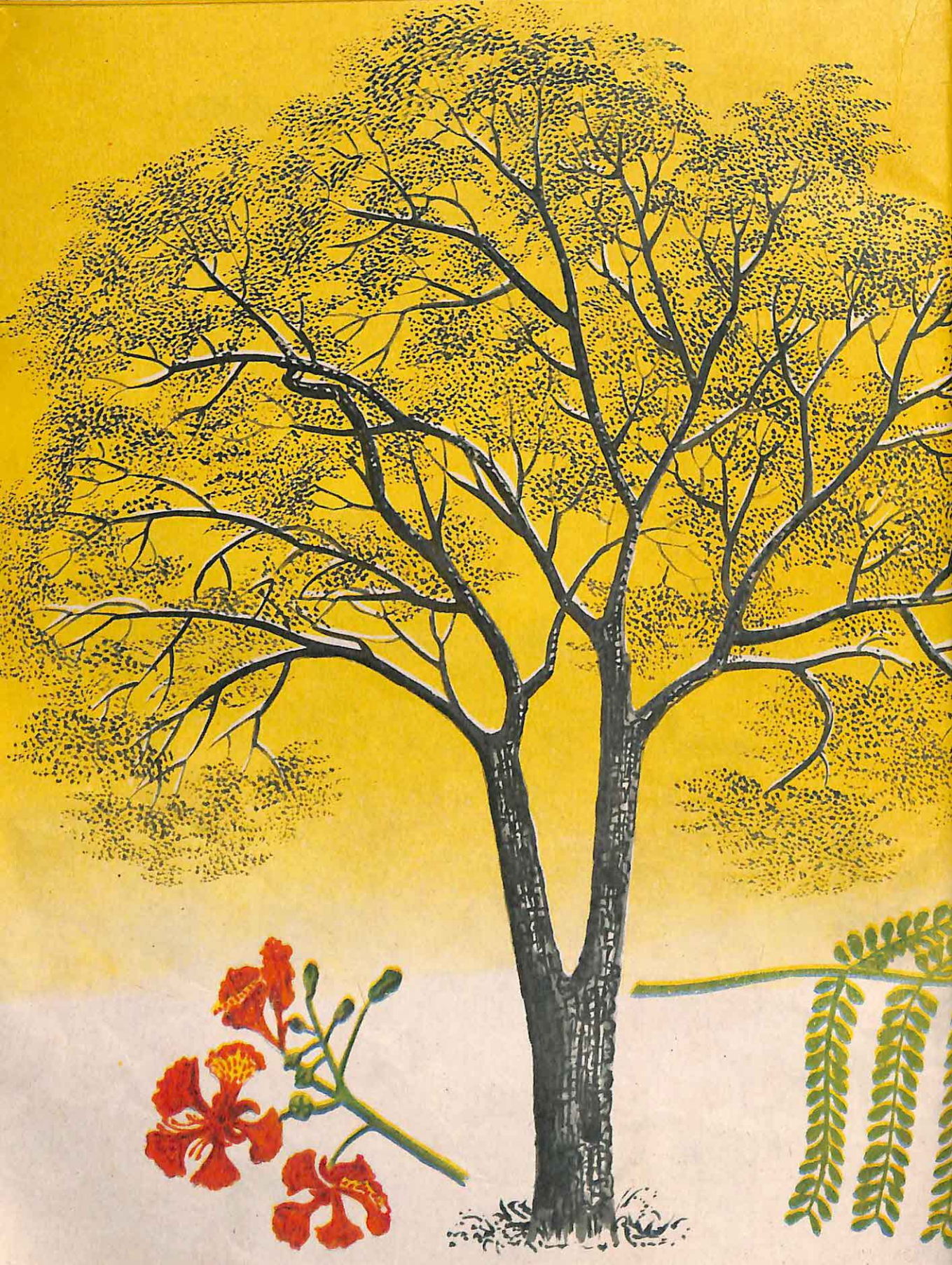
হঠাৎ সবাই চুপচাপ। কে এলো? কৃষ্ণচূড়া রূপ-জৌলুসে ভরা। সব গাছের মধ্যে তাকেই দারুণ লাগছিল। সে কোন কথা বলল না।

সে শুধু সূর্যের কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। কমলা আর লাল ফুলের ডালি মেলে ধরে সে সূর্যকে ভালবাসা জানাল। প্রতিটি ফুলের লাল বা কমলা পাপড়ির সঙ্গে একটা করে হলুদ বা সাদা পাপড়ি আছে। এমন কি তার তলার মাটিতেও সূর্যের রঙ ঠিকরে পড়ছে।

সবাই খুসীতে হৈ হৈ করে উঠল। নিশ্চয়ই কৃষ্ণচূড়াই জিতবে।

তারা চিৎকার করে উঠল, "বলো, বলো, কিছু বলো!"

আস্তে আস্তে সে বলল—

"হে সূর্যদেব, তুমি যখন তোমার শীতের আবাসস্থলে ফিরে যাও তখন আমার খুব কষ্ট হয়। ঝরে যায় আমার সমস্ত পাতা। নিরলংকার, নিঃসঙ্গ আমি তোমার ফেরার অপেক্ষায় থাকি। তারপর কি অপার আনন্দ! তুমি যত উত্তপ্ত হও, আমার লাল, কমলা, সিঁদুর রঙের ফুলগুলি তত জ্বলন্ত হয়। সারা গরমকাল তোমায় ভালবেসে বেসে আমি ভীষণ সুখে থাকি। মৌসুমী মেঘ এসে যখন তোমায় ঢেকে ফেলে তখন খসে যায় আমার ফুলের সাজ। মনে হয় যেন শুধু গ্রীষ্মেই আমি বেঁচে থাকি।"

সবাই খুসীতে মেতে উঠল। হাততালি আর হাততালি!

সবাই জয়ধ্বনি দিতে লাগল!

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে সূর্যদেব মিষ্টি করে হাসলেন। সবাই কি যে খুসী! প্রত্যেক গাছ ভাবছে সূর্য তাকেই বেশী ভালবাসে।

কিন্তু বনের সবাই কৃষ্ণচূড়ার পক্ষেই রায় দিল। এবং প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর পুরস্কার তারা তাকেই দিল।